দামুড়হুদায় অনলাইন দেশ চ্যানেলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

দামুড়হুদা প্রেসক্লাবে অনলাইন দেশ চ্যানেলের ৪র্থ বর্ষে পদার্পণে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হয়েছে।

রবিবার সকাল ১১ টার সময় দামুড়হুদা প্রেসক্লাবে অনলাইন দেশ চ্যানেলের চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি হাফিজুর রহমান কাজল এর আয়োজনে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়।

অনলাইন দেশ চ্যানেলের চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি হাফিজুর রহমান কাজলের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজোহা পলাশ, দামুড়হুদা মডেল থানার সাব ইন্সপেক্টর সবুজ, দামুড়হুদা থানা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক আবুল হাশেম, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সাংগঠনিক সম্পাদক মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার দামুড়হুদা প্রতিনিধি রকিবুল হাসান তোতা, দামুড়হুদা উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব মাহফুজুর রহমান মিল্টন, বিএনপি নেতা সাবেক ইউপি সদস্য ইকরামুল হোসেন, উপজেলা যুবদল নেতা শওকত হোসেন।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সাংবাদিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক দৈনিক কালবেলার দামুড়হুদা প্রতিনিধি শাহজালাল বাবু, সহ-সভাপতি দৈনিক সময়ের সমীকরণের দামুড়হুদা প্রতিনিধি মোজাম্মেল শিশির, দৈনিক মাথাভাঙ্গার বিশেষ প্রতিনিধি তাছির আহমেদ, দৈনিক কালের কন্ঠ দামুড়হুদা প্রতিনিধি সিনিয়র সাংবাদিক হাবিবুর রহমান হবি, দৈনিক আজকের খাসখবর পত্রিকার দামুড়হুদা প্রতিনিধি শেখ হাতেম, বাংলা এফেয়ার্সের দামুড়হুদা প্রতিনিধি রোকনুজ্জামান, দৈনিক এই আমার দেশ পত্রিকার দামুড়হুদা প্রতিনিধি আল সাফায়েত হোসেন, দৈনিক সকালের খোঁজখবর পত্রিকার দামুড়হুদা প্রতিনিধি জহিরুল ইসলাম।

এ সময় বক্তরা বলেন, অনলাইন দেশ চ্যানেল একটি ব্যতিক্রমী চ্যানেল। যেখানে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করা হয়। আমরা দেখেছি বৈষম্য

বিরোধী ছাত্র জনতার আন্দোলনের মাঝে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাংবাদিকরা ভিডিও ফুটেজ তৈরি করে দেশ চ্যানেলে প্রকাশ করেছিল।

এটাই সাহসিকতার পরিচয় সাংবাদিকদের। তখনই আমার বিশ্বাস অনলাইন দেশ চ্যানেল একটি ভালো সংবাদ মাধ্যম এবং বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করতে এরা পিছুপা হয় না তাই সাহসিকতার সাথে এই দেশ চ্যানেল পরিবারের সংশ্লিষ্ট সকল সাংবাদিকবৃন্দ এগিয়ে যাবেন এই প্রত্যাশা রইল। আমরা আছি আপনাদের সাথে সব সময়।

দামুড়হুদায় অজ্ঞাত গাড়ির সাথে ধাক্কা লেগে দুই যুবক নিহত

দামুড়হুদা পুরাতন বাস্তপুর অজ্ঞাত গাড়িতে ধাক্কা লেগে দুজন নিহত হয়েছে। নিহত নাহিদ (১৯) পুরাতন বাস্তপুর গ্রামের আমিনুল ইসলামের ছেলে ও সুইট (২৫) একই গ্রামের সেলিম উদ্দিনের ছেলে।

রাত এগারোটার দিকে পুরাতন বাস্তবপুর মাদ্রাসার আদরের কামারের দোকানের সামনে অজ্ঞাত অজ্ঞাত গাড়ির সাথে ধাক্কা লেগে দুই মোটরসাইকেল আহারি নিহত হয়েছে।

জানা যায়, দামুড়হুদা উপজেলার পুরাতন বাস্তবপুর গ্রামের আমিনুল ইসলামের ছেলে নাহিদ ও সেলিম উদ্দিনের ছেলে সুইট মোটরসাইকেল যোগে রঘুনাথপুর থেকে বাস্তপুরের দিকে যাওয়ার সময় কামারের দোকানের সামনে পৌঁছালে অপর দিক থেকে আসা অজ্ঞাত গাড়ির সাথে ধাক্কা লেগে দুইজন ঘটনাস্থলে নিহত হয়। স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশকে খবর দেয়।

পরে খবর পেয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ হুমায়ুন কবির ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

দামুড়হুদায় শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নে প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ ভান্ডার হতে ৩ কিস্তিতে ২৯১টি শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

রবিবার বেলা সাড়ে ১০ টার সময় হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের আয়োজনে পরিষদ চত্বরে আনুষ্ঠানিক ভাবে বৃদ্ধ পুরুষ-মহিলা ও প্রতিবন্ধীদের মাঝে এসব শীতবস্ত্র কম্বল বিতরণ করা হয়।

গ্রামে একটা কথা চালু আছে ‘কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ’। শীতকাল বৃত্তবানদের কাছে অনেক সুখকর সময় মনে হলেও দুস্থ অসহায় মানুষের কাছে সর্বনাশই। কারণ শীতকাল এলেই ধনী বা মধ্যবিত্তরা বাহারি ডিজাইন ও নানা রঙের শীতের পোশাক কেনার ধুম পড়ে যায়।

আর যাদের সামান্য একটি শীতের পোশাক কেনার সামর্থ্য নেই, তাদের কাছে শীতকাল মানেই সর্বনাশ। তাদের কছে সরকারি কম্বলই একমাত্র সম্বল। বরাবরের মতো এবারও এসব অসহায় ও দুস্থ মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র পৌঁছে দিচ্ছে বাংলাদেশ সরকার।

হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন এর সভাপতিত্বে কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইউসুফ আলী, সাধারণ সম্পাদক মোঃ নাফিজ আক্তার সিদ্দিকী, হাউলী ইউনিয়ন প্রশাসনিক কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান, ট্যাগ অফিসার আতিকুর রহমান, ৩ নং ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক, ৬ নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি রোকনুজ্জামান বাবু, দামুড়হুদা থানা যুবদলের সদস্য মমিনুল ইসলাম, হাউলী ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক ফারুক মল্লিক, ইউপি সদস্য রিকাত আলী, সেলিমসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ক্যাশিয়ারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

দুর্নীতি ও অর্থ আত্মসাতের মাধ্যমে কোটি টাকার সম্পদ অর্জনের অভিযোগ উঠেছে চুয়াডাঙ্গা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ক্যাশিয়ার উজ্জল বড়ুয়ার বিরুদ্ধে।

ফলে তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী বরাবর লিখিত আবেদন করেন কক্সবাজার জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী মো. মোস্তাফিজুর রহমান। ২০১৭ সালে কক্সবাজার জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলীর কার্যালয়ে যোগদান করেন উজ্জ্বল বড়ুয়া। এ সময় তিনি বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েন তিনি।

প্রধান প্রকৌশলী বরাবর লিখিত আবেদনে উল্লেখ করা হয়, চুয়াডাঙ্গা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল কার্যালয়ের ক্যাশিয়ার উজ্জল বড়ুয়া ২০১৭ সালে কক্সবাজার জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলীর কার্যালয়ে অফিস সহকারি কাম কম্পিউটার অপারেটর হিসেবে যোগদান করেন। যোগদানের পর থেকেই বিভিন্ন দুর্নীতি ও অপকর্মের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন তিনি।

কক্সবাজার জেলা শ্রমিক লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক উজ্জল বড়ুয়া ছিলেন বাংলাদেশ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের কক্সবাজার জেলার সাধারণ সম্পাদক। এই পদ ব্যবহার করেই অনিয়ম-দুর্নীতিতে লিপ্ত ছিলেন তিনি। ফলে একজন অফিস সহকারী হয়ে বিপুল সম্পদের মালিক বনে যান তিনি।

লিখিত আবেদনে আরও বলা হয়, কক্সবাজার জেলায় কর্মরত অবস্থায় বিভিন্ন উন্নয়ন কাজে ঠিকাদারের ইট, বালি ও সিমেন্ট সাপ্লায়ার হিসাবে পরিচিত ছিলেন তিনি। একইসঙ্গে উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহৃত মালামাল ল্যাবরেটরী টেষ্টে পাঠালে সরকারি হিসাবের চাইতে অধিক টাকা দাবী করতেন উজ্জল বড়ুয়া। দাবীকৃত টাকা না দিলে করতেন না ল্যাবরেটরী টেষ্ট। এছাড়াও টেষ্টে পাঠানো মালামাল ফেরত আসার পর ঠিকাদারদের বুঝিয়ে না দিয়ে সেগুলো তিনি নিয়ে নিতেন।

আওয়ামী লীগ সরকারের দপ্তর সম্পাদক ব্যারিষ্টার বিপ্লব বড়ুয়ার আস্থাভাজন হিসেবে পরিচিত ছিলেন উজ্জল বড়ুয়া। তার পদোন্নতিতে সুপারিশ করেন নির্বাচন কমিশন সচিব হেলাল উদ্দিন। বিপ্লব বড়ুয়া ও হেলাল উদ্দিনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জেরে এবং সেই সুবাদে ক্ষমতার অপব্যবহার করে রাতারাতি অফিস সহকারী থেকে ক্যাশিয়ার পদে পদোন্নতি হয় তার। উজ্জল বড়ুয়ার দাপটে সাধারণ ঠিকাদার থেকে শুরু করে নির্বাহী প্রকৌশলী পর্যন্ত কেউ তার বিরুদ্ধে কোন কথা বলার সাহস পেত না। হেলাল উদ্দিন সহ আওয়ামীলীগ ফ্যাসিষ্ট সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের ক্ষমতাশালী নেতার মাধ্যমে কক্সবাজারে দুর্নীতি পাহাড় গড়ে তুলেন উজ্জল বড়ুয়া।

উজ্জল বড়ুয়া চাকরীতে প্রবেশের জন্য ঘুষ দিতে গিয়ে পূর্বে চাকরীতে কর্মরত থাকা “কালব” এনজিও’র নয় লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেন। পরবর্তীতে ওই এনজিও তার বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে মামলা করেন।

উজ্জল বড়ুয়া ২০১৭ সালে চাকুরিতে যোগদানের আগে ঝুপড়ি ঘরে বসবাস করলেও বর্তমানে তিনি বিলাসবহুল দ্বী-তল বিশিষ্ট ভবনের মালিক। এছাড়া তিনটি ট্রাক, একটি সিনজি, দুইটি দোকানসহ নামে-বেনামে বিপুল অর্থ বিত্ত গড়েছেন উজ্জল।

বিপুল অর্থ সম্পদের মালিক হওয়ার পর উজ্জল বড়ুয়া তার বোন ও আত্মীয় স্বজনদেরকে মারধর করেন। মারধরের ঘটনায় উজ্জলের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে অভিযোগে।

উজ্জল বড়ুয়ার এসব অপকর্মের কারণে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় সাধারণ জনগণ। তদন্ত করে তার এসব দুর্নীতির বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান তারা।

এ বিষয়ে উজ্জল বড়ুয়ার মোবাইলে একাধিকবার কল করা হলেও তিনি রিসিভ করেননি। ফলে তার বক্তব্য নেয়া সম্ভব হয়নি।

চুয়াডাঙ্গায় ড্রিম জাপান প্রতিষ্ঠানের শীর্ষক সেমিনার

চুয়াডাঙ্গায় জাপানে উচ্চ শিক্ষা চাকুরি এবং স্থায়ী বসবাসের সুযোগে শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার সকাল ১১ টায় চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সেমিনার রুমে ড্রিম জাপান স্টুডেন্ট কনসালটেন্সি আয়োজনে জাপানে উচ্চ শিক্ষা সহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

শীর্ষক সেমিনারের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন হাফেজ রিয়াজুর রহমান রিদয়।এই শীর্ষক সেমিনারটি ড্রিম জাপান স্টুডেন্ট কনসালটেন্সি এর আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে জাপানে উচ্চ শিক্ষা চাকুরি এবং স্থায়ী বসবাসের সুযোগের সুবিধা এবং চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

শীর্ষক সেমিনারে স্বাগত বক্তব্যে ড্রিম জাপান স্টুডেন্ট কনসালটেন্সি এর স্বত্বাধিকারী মুন্সি বিপ্লব বলেন,জাপানে অনেকের পড়ালেখা বা চাকরির সুযোগ এবং স্থায়ী বসবাসের সুযোগ থাকলেও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। অনেকের মেধা এবং যোগ্যতা থাকা সত্বেও সঠিক মাধ্যমে না জানার কারণে আমরা এগিয়ে যেতে পারি না।ড্রিম জাপান স্টুডেন্ট কনসালটেন্সি প্রতিষ্ঠান সেই সকল মানুষদের জন্য সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করবে। এ সকল প্রক্রিয়া কিভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে সেটির দিকনির্দেশনা আমরা ড্রিম জাপান প্রতিষ্ঠানের সকল কোর্সের মাধ্যমে দিব।

শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াত ইসলামের আমির ও কেন্দ্রীয় সুরা সদস্য রুহুল আমিন। এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, আমরা যে কাজ বা কর্মে যুক্ত থাকি না কেন সেটি হতে হবে হালাল। হালাল পথে উপার্জনকারী কে আল্লাহ পছন্দ করেন। যার মেধা আছে দক্ষতা আছে সেগুলো সঠিক ভাবে কাজে লাগাতে হবে। সর্বত্র আমাদের আত্মমর্যাদায় বিশ্বাসী হতে হবে। সৎ এবং সত্যের পথে থেকে জীবন পরিচালনা করতে হবে। এ সময় তিনি ড্রিম জাপানের স্বত্বিকারীকে চুয়াডাঙ্গার মানুষের জন্য কাজ করাই ধন্যবাদ দেন এবং ড্রিম জাপানের সফলতা কামনা করেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে অনলাইনে যুক্ত হন জাপানের ইন্টারন্যাশনাল

বুদো ইউনিভার্সিটির প্রফেসর আকিকো কুদো। গ্রান্ড ওপেনিং এর সকল উপস্থিতিদের তিনি স্বাগত জানান এবং জাপানের এই কোর্সের সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন তিনি।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের ইংরেজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর খন্দকার রোকনুজ্জামান, জীবননগর ডিগ্রি কলেজের প্রফেসর সাইফুল ইসলাম, আলমডাঙ্গা ডিগ্রি কলেজের প্রফেসর আব্দুল মালক,চুয়াডাঙ্গা আলিয়া মাদরাসার প্রভাষক আবু জায়েদ আনসারি সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক শিক্ষার্থী ও ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিক বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদায় বিএনপির উদ্যোগে কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় ওয়ার্ড বিএনপির উদ্যেগে কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার রাত ৮টার দিকে দামুড়হুদা সদর ৪ নং ওয়ার্ডের উদ্যেগে কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি আশরাফুল আলমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু।

এ সময় প্রধান অতিথি দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু বলেন, বিগত ১৬ বছর ধরে স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যে অপকর্মগুলো করেছে তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না আপনারা নিজে চোখেই দেখেছেন। পাপ বেশি হয়ে গিয়েছিল স্বৈরাচারি শেখ হাসিনার তাই ছাত্র জনতার তোপের মুখে এমপি মন্ত্রী ও নেতাকর্মীদের ফেলে ভারতে পালিয়ে যাই। এর মতো লজ্জার আর কিছু হয় না। বিএনপি দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয় না দিবেনা। বিএনপি দল জনগণের পাশে ছিল জনগণের পাশে থাকবে ইনশাআল্লাহ ।

এ সময় কর্মী সভায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপি’র যুগ্ম সাধারণ

সম্পাদক মন্টু মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রফেসর আবুল হাশেম, ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি আব্দুর রহিম , ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আনসার আলী, থানা বিএনপির নেতা রোকনুজ্জামান তোতাম ও আব্দুস সালাম,৪নং নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবুল আজাদ।

দামুড়হুদা উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আরিফ। ওয়ার্ড যুবদলের নেতা বাকীবিল্লাহ, সাইফুল ইসলাম মল্লিক, ফয়জুল খাঁ, আবু বক্কর সাইদুর, নয়ন জহিরুল ইসলাম , বাবু আবুজার, মন্টু, ডাবলু, শাহ আলম, আব্দুর রাজ্জাক রফিকুল ইসলাম,খোকন।
অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন যুবদল নেতা ওমর ফারুক।

দর্শনা ভোরের সাথীর বিদায় উপলক্ষে একটি ছোট্ট কর্মসুচি পালিত

দর্শনা ভোরের সাথীর বিদায় উপলক্ষে একটি ছোট্র কর্মসুচি গ্রহন করা হয়। দর্শনা পৌর সভার নাইট গার্ড জয়নগর গ্রামের আলী হোসেন অবসরে চলে গেছে। ফলে সকালে আমাদের মাঝে তাকে পাওয়া যাবে না।

আলী হোসেনের সম্মানে গতকাল সকাল ৮টায় দর্শনা কলেজ মঞ্চে খেচুরী মাংশ খাওয়া-দাওয়া ও বিদায় অনুষ্ঠান করা হয়। এভাবে আলী হোসেন ভোরে আমাদের সাথে পাওয়া সম্ভব নয়। ফলে তাকে বিদায় জানাতে হলো। আমরা ভোরের সাথীরা মানষিক ভাবে আনন্দে ও সুস্থ্য থাকতে সকালে হাটাহাটি করে থাকি। দর্শনা ভোরের সাথী এমন একটি সংগঠন যেখানে অরাজনৈতিক, দল, ধর্ম,বণর্, মত ও পথের মানুষের অংশ গ্রহন রয়েছে। কলেজ চত্বরে হাটাহাটির পাশপাশি চলে নানা আড্ডা।

ফলে সারা দিনটিই কাটে ঝর-ঝরে ও আনন্দের মধ্যে। এ অনুষ্ঠানে ভোরের সাথীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যন আব্দুল কাদের, সাবেক মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু, বড়-সলুয়া

ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুস সাত্তার, দর্শনা সরকারী কলেজের সাবেক ভিপি হারুন অর রশিদ, ঠিকাদার নাজমুল হুদা, দর্শনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি আওয়াল হোসেন, দক্ষিন চাঁদপুর

মাধ্যামিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক লিয়াকত আলী, সাবেক ব্যংকার বীর মুক্তিযোদ্ধা আনেয়ার হোসেন, সাবেক পুলিশ কর্মকতার্ খালিদ হাসান, সাবেক সেনা আব্দুল মালেক, স্বর্ণ ব্যবসায়ী শৈলেন কুমার শান্তারা, দর্শনা প্রেসক্লাবের অর্থ সম্পাদক মাসুম বিল্লাহ, দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়ক লুৎফর রহমান, ছাত্র সবুজ ও রাজু।

এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন, ব্যবসায়ী সাজ্জাদ হোসেন, আব্দুল মজিদ, এসকে আলম, আলউদ্দিন ও ডিটু।

দামুড়হুদা হাউলী ইউনিয়নে বিএনপির কর্মীসভা

দামুড়হুদা হাউলী ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ড বিএনপির কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার বেলা ৪টার দিকে হাউলী ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড বিএনপির আয়োজনে জয়রামপুর ষ্টেশন বাজার মাঠে এই কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়।

হাউলী ইউনিয়ন ৩নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি (ভারপ্রাপ্ত) আবুল হাসান এর সভাপতিত্বে কর্মী সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রফেসার আবুল হাসেম। হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইউসুফ আলী, সাধারণ সম্পাদক নাফিজ আক্তার সিদ্দিকী, সিনিয়র সহ-সভাপতি মহিউদ্দিন,। দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ভারপ্রাপ্ত আনছার আলী, থানা বিএনপি নেতা রোকনুজ্জামান তোতাম, আব্দুস সালাম।

হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মালেক রুস্তম এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহবায়ক রকিবুল হাসান তোতা, চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাকিল আহমেদ, পাঠাগার সম্পাদক আরিফুল ইসলাম, দামুড়হুদা উপজেলা যুবদলের নেতা হুমায়ুন কবির ডাবলু, মমিনুল ইসলাম, সুমন।

হাউলী ইউনিয়ন কৃষক দলের সভাপতি শমসের আলী, সাধারণ সম্পাদক মমিনুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক আমিরুল ইসলাম,
হাউলী ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি তরিকুল ইসলাম, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক ইদ্রিস আলী।হাউলী ইউনিয়ন ৩নং ওয়ার্ড বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক হাফিজুর রহমান।

হাউলী ইউনিয়ন যুবদল নেতা আরিফুল ইসলাম, দেলোয়ার, নূর সালামসহ বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে আসা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বক্তারা বলেন, দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ড বিএনপির উদ্যোগে এই কর্মী সভায় উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানায়। সভায় দলের সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদার করার পাশাপাশি দলীয় ঐক্য বজায় রেখে ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে আলোচনা হয়। বক্তারা দলের তৃণমূল পর্যায়ের কর্মীদের সক্রিয় ভূমিকা এবং জনগণের পাশে থাকার আহ্বান জানান। তারা দলীয় আদর্শ ও নেতৃত্বের প্রতি আস্থা রেখে সংগঠনকে আরও সুসংগঠিত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। বক্তারা গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সবাইকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান। উল্লেখ্য, এই কর্মী সভা ভবিষ্যৎ কর্মসূচি প্রণয়ন ও সংগঠনের কার্যক্রম শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন, হাউলী ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো: আব্দুর রাজ্জাক।

১৬ বছর পর পিলখানা মামলার আসামি তৌহিদ ও শাকিল ফিরলেন বাড়ি

আলোচিত পিলখানা হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় দীর্ঘ ১৬ বছর কারাভোগের পর চুয়াডাঙ্গার দর্শনার দুই বিডিআর সদস্য তৌহিদ হোসেন ফকির ও শাকিল নিজ নিজ বাড়িতে ফিরেছেন।

দর্শনা থানার পারকষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের বড়বলদিয়া বাজারপাড়ার আব্দুস সালাম ফকিরের ছেলে তৌহিদ হোসেন ফকির এবং দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের সুবুলপুর গ্রামের শুকুর আলীর ছেলে শাকিল গত ২৩ জানুয়ারি জামিন পেলেও দুদিন পর ২৫ জানুয়ারি (শনিবার) বাড়ি ফেরেন।

২০০৬ সালে আর্থিক স্বচ্ছলতা ফেরাতে বিডিআরে যোগ দিয়েছিলেন তৌহিদ। কিন্তু ২০০৯ সালের পিলখানা হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় তিনি ও শাকিল আসামি হয়ে চাকরিচ্যুত হন এবং কারাগারে পাঠানো হয়। তৌহিদ জানান, ঘটনার সময় তিনি ব্যারাকেই ছিলেন, তবুও তাকে আসামি করা হয়।

দীর্ঘ ১৬ বছর পর তৌহিদ ও শাকিল বাড়ি ফিরলে তাদের দেখতে ভিড় জমায় স্থানীয়রা। পরিবারের সদস্যরা আবেগাপ্লুত হয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। তৌহিদের বাবা-মা বলেন, “আমাদের সন্তানকে ফিরে পেয়েছি, এটাই সবচেয়ে বড় পাওয়া। তবে তাদের সঙ্গে অন্যায় করা হয়েছে। আমরা মামলা প্রত্যাহার ও ক্ষতিপূরণের দাবি জানাই।”

তৌহিদের স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে গেছেন, আর শাকিল এখনো অবিবাহিত। তিনি বলেন, “ছুটিতে এসে বিয়ে করার কথা ছিল, কিন্তু ভাগ্য সহায় হয়নি।”

বিডিআর তৌহিদ বলেন, “পিলখানার ঘটনার সময় ব্যারাকে থাকলেও আমাকে আসামি করা হয় এবং চাকরি থেকে বহিষ্কার করা হয়। আমি চাকরি পুনর্বহাল, মামলা থেকে অব্যাহতি ও ১৬ বছরের পাওনা প্রদানের দাবি জানাই।”

তিনি আরও বলেন, “আমি বাংলাদেশ বিডিআরের হয়ে বক্সিংয়ে স্বর্ণপদক ও বাংলাদেশ অলিম্পিক গেমসে ব্রোঞ্জপদক অর্জন করেছি। তিন বছরের

চাকরিজীবনে আমি ল্যান্স নায়েক পদে পদোন্নতি পেয়েছিলাম।”

বিডিআর শাকিল বলেন, “ছাত্র আন্দোলনের কারণে আমরা মুক্তি পেয়েছি, তাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। পাশাপাশি সরকার যেন আমাদের চাকরি পুনর্বহাল করে এবং ন্যায়বিচার দেয়, সেটাই আমাদের প্রত্যাশা।”

দর্শনা বালিকা বিদ্যালয়ে তারুণ্যের পিঠা উৎসব

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তারুণ্যের উদ্যোগে পিঠা উৎসব উদযাপিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৩০ জানুয়ারি) স্কুল প্রাঙ্গণে আয়োজিত এ উৎসবে শিক্ষার্থীসহ শত শত মানুষ অংশ নেয়।

সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত চলা এ উৎসবে ১৪টি স্টলে ৭০ ধরনের ঐতিহ্যবাহী পিঠা পরিবেশন করা হয়। উৎসব উপলক্ষে শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠিত হয়।

উৎসবের সভাপতি ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এ.কে.এম হুমায়ুন কবীর। প্রধান অতিথি ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী ভূমি কমিশনার কে.এইচ. তাসফিকুর রহমান।

তিনি বলেন, এ ধরনের পিঠা উৎসব দেখে আমি সত্যিই মুগ্ধ। পিঠা উৎসব গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী একটি প্রথা। তাছাড়া শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। সকাল থেকেই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা দল বেঁধে স্কুল ক্যাম্পাসে এসে উৎসবে ভিড় জমায়।

উৎসবের আগে শিক্ষার্থীদের পরিচালনায় ও ছাত্রীদের পরিবেশনায় বিদ্যালয়ের উন্মুক্ত মঞ্চে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। নৃত্য ও সংগীতের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনায় পুরো উৎসব প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। পরে ছাত্রীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

এছাড়াও এসময় বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক হাসমত আলী, আব্দুস সালাম, রফিকুল ইসলাম, মহবুবুর রহমান, আরিফুল ইসলাম, মাহমুদা

খাতুন, সনচিতা রানী, সাথী রাণী, সুমিতা, শামসুন নাহার হীরা, শারমিন, নাছরীন আক্তারী, শামসুন নাহার তুলি, সাইদুর রহমান, খোরশেদ আলম, কামাল হোসেন, হাফিজুর রহমান, সাবিনা খাতুন, ইয়াছিন, জামাত আলী, রফিকুল ইসলাম, ফরিদা খাতুন, সাজ্জাদ হোসেন, ফয়সাল আহম্মদ ও নজরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।